বাণিজ্যিক কৃষি
[Commercial Agriculture]

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বৃহদায়তন ব্যবসাভিত্তিক কৃষিজ শস্য উৎপাদনকে বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি বা বাণিজ্যভিত্তিক শস্যের চাষ বলা হয়। যেসব অঞ্চলে জনঘনত্ব কম, কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বেশি, কৃষি নির্ভর জনসংখ্যা কম, বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানিনির্ভর বাণিজ্যিক কৃষির ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন— ব্রাজিল, গিয়ান

প্রভৃতি দেশের কফি, ভারতের চা, নাইজেরিয়া ও ঘানার কোকো প্রভৃতি বাণিজ্যিক কৃষির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ১৯৮৩ সালে 'ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন' মোট ৬টি শস্যকে বাণিজ্যিক কৃষির অর্ন্তভূক্ত করেছেন। যথা— কফি, চিনি, কোকো, রাবার, চা, পাম তেল এবং কলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোনো দেশ খাদ্যশস্য বা দানাশস্য যদি নিজেদের ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করে বা বাণিজ্যিক হারে ফসল ফলায় তাকে বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি বলা হয়। যেমন— থাইল্যান্ড ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে পঞ্চম [2002 F.A.O monthly Bulletin অনুসারে] হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানি বাণিজ্যে পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকারী। অথচ ইন্দোনেশিয়া ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় হলেও পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশি চাল আমদানি করে থাকে।

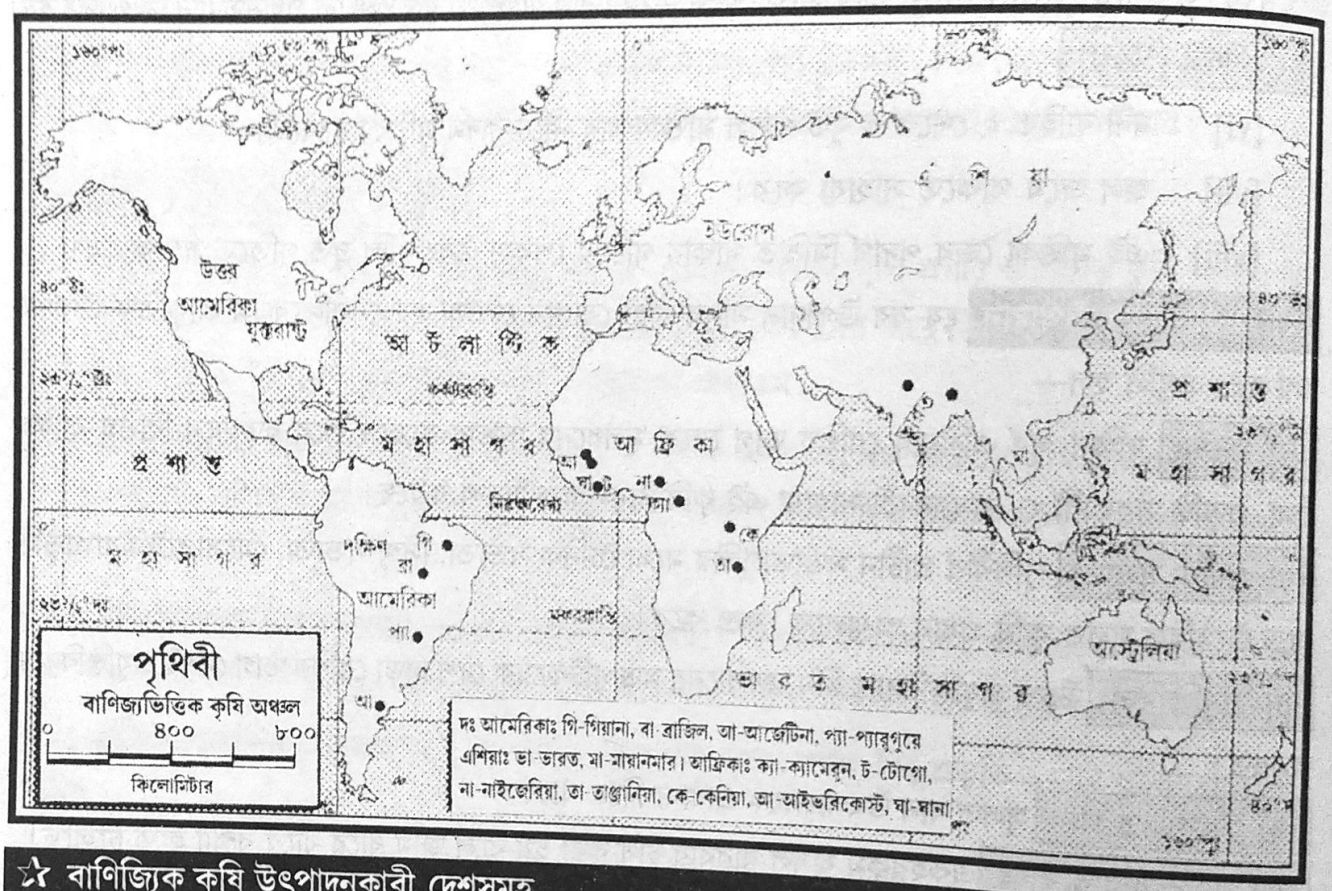

☆ বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদনকারী দেশসমূহ

[i] দক্ষিণ আমেরিকার — গিয়ানা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে [ii] এশিয়ার — ভারত [চা], মালয়েশিয়া [রাবার, ভোজ্য তেল] [iii] আফ্রিকার — ক্যামেরুন, টোগো, নাইজেরিয়া [কোকো], ঘানা [কোকো], আইভরিকোস্ট, তাঞ্জানিয়া ও কেনিয়া [কোকো]।

বাণিজ্যিক ফসলের বৈশিষ্ট্য বাণিজ্যিক ফসলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি —

[ক] জমির প্রকৃতি [Type of Land] : [১] জোতগুলি বড়ো যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০ থেকে ৬০০ হেক্টর [২] মাথাপিছু জমির পরিমাণ বেশি [৩] কৃষিতে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বেশি [৪] কৃষির যন্ত্রপাতির ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে [৫] অব্যবহৃত জমিকে কৃষি ব্যবহারে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

[খ] প্রাকৃতিক পরিবেশ [Physical Conditions] : [১] ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক ফসলের চাষ [২] বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন প্রকার উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়।

[গ] শ্রমিক [Labour] : [১] শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো [২] 'ছদ্ম বেকারত্ব' ব্যবস্থা নেই বললে চলে। [৩] শ্রমিকরা সুশিক্ষিত, কর্মদক্ষ।

[ঘ] **মূলধন [Capital] :** [১] প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় [২] মূলধন যোগানের অভাব হয় না।

[ঙ] **প্রযুক্তির ব্যবহার [Use of Technology] :** [১] আধুনিক উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়। [২] উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহৃত হয় [৩] কৃষিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়।

[চ] **উৎপাদন [Production] :** [১] মাথাপিছু ফলন বেশি [২] ফসল উৎপাদনে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশি [৩] একসঙ্গে অনেক জমিতে চাষ হয় বলে উৎপাদন ব্যয়ও কম। [৪] সাধারণত এক ফসলের বিশেষায়ন [One Crop Specialisation] এর ঝোঁক দেখা যায়।

[ছ] **বাজার [Market] :** দেশের বা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় হয়ে থাকে।

বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি সাধারণত চাহিদা বা বাজারের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে শস্য উৎপাদন করা হয়। চা, কফি, রাবারের মতো পণ্যগুলি, শুধু জাতীয় বাজারের কথা ভেবে পণ্য উৎপাদন লাভজনক হয় না। স্বল্প জনসংখ্যা, প্রচুর কৃষিযোগ্য ভূমি, আর্থিক স্বচ্ছলতা আধুনিক উপকরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ করাই বাণিজ্যিক কৃষির জন্য অনুকূল।

বাণিজ্যিক শস্য চা

চা ক্যাফিন যুক্ত, মাদকবর্জিত, মৃদু উত্তেজক পানীয় বিশ্বের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বাগিচা কৃষি ফসল হিসেবে চা উৎপন্ন হয়। তবে ভারতে কবে হয়েছিল সঠিক জানা না গেলেও ইংরেজরা ভারতে চা পানকে জনপ্রিয় করে তোলে। ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস [Camellia Sinens-islinn] নামের চিরহরিৎ শ্রেণির গাছের পাতা থেকে চা প্রস্তুত করা হয়।

চায়ের ব্যবহার ও উপযোগিতা চায়ের প্রধান ব্যবহার মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে। অন্যান্য পানীয় অপেক্ষা চায়ের মূল্য কম, তাই বিশ্বের অধিকাংশ লোক চাকে পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে।

পানীয় ছাড়া চায়ের কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, এগুলি হল— [i] চায়ের প্রধান ব্যবহার উত্তেজক পানীয় —[ii] চা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন রক্ত চাপ বৃদ্ধি। [iii] চাষের বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল থেকে সাবান তৈরি হয়। [iv] চা পাতা থেকে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, প্রভৃতি তৈরি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে গবেষণায় জানা গেছে যে ১০০ গ্রাম সবুজ চা পাতায় ২২৬.৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে। [v] চা পাতায় ক্যাফিন [caffeind] নামক ক্ষার জাতীয় পদার্থ থাকে। [vi] চা বাগান ও কারখানায় প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হয়। [vi] চা বিক্রি করে ভারত, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

দেশের নাম	বাৎসরিক মাথা পিছু ব্যবহার
[১] যুক্তরাজ্য	৯.৫ পাউন্ড প্রায়
[২] নিউজিল্যান্ড	৭.৯ পাউন্ড প্রায়
[৩] অস্ট্রেলিয়া	৬.৫ পাউন্ড প্রায়
[৪] কানাডা	৩.০ পাউন্ড প্রায়
[৫] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	০.৭ পাউন্ড প্রায়
[৬] জার্মানি	০.১ পাউন্ড প্রায়
[৭] ফ্রান্স	০.১ পাউন্ড প্রায়

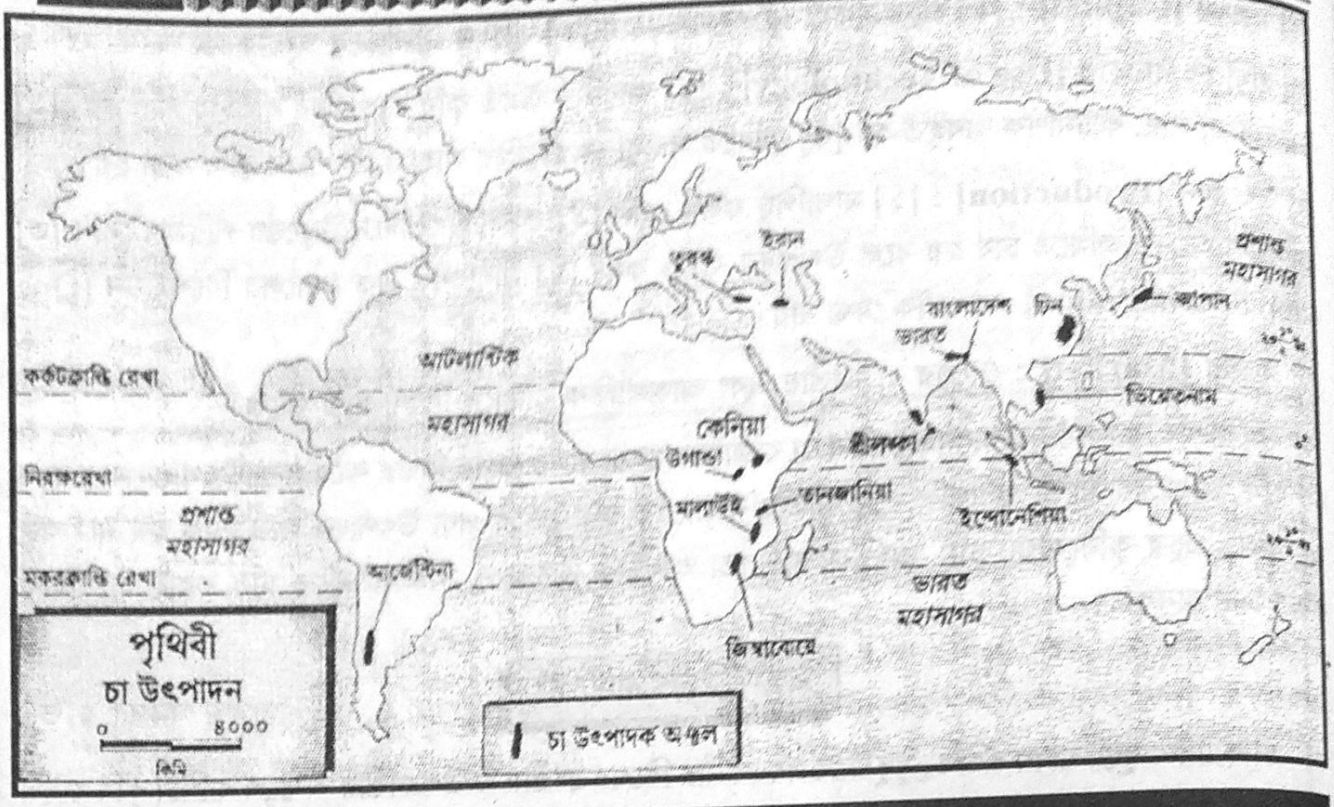

☆ চা প্রস্তুত প্রণালী [Process of preparation]

[i] কেবল আগার দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি তোলা হয় [ii]দুটি পাতা একটি কুঁড়ি একত্রে তুলতে না পারলে চায়ের উৎকর্ষতা নষ্ট হয়। [iii] চায়ের পাতা সাধারণত ৬.৩ সেমি হয়। [iv] রং গাঢ় সবুজ [v]পাতার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলাক্ত কোষ থাকে যা চায়ের সুগন্ধ আনে, [vi] চা-পাতায় থেইন [thein] বা ট্যানিক অ্যাসিড [Tannic Acid] নামে এক প্রকার উত্তেজক পদার্থ থাকে। [vii] এই ট্যানিক অ্যাসিড কিছুটা দূর করলে তবেই চা সুস্বাদু হয়। [viii] চা পাতাকে অন্ধকার ঘরে গেঁজিয়ে তবে চা প্রস্তুত করতে হয়।

☆ চা শিল্পের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান বা অবস্থা সমূহ

চা শিল্পের জন্য কয়েকটি বিশেষ উপযোগিতার প্রয়োজন। চায়ের পাতা হল প্রধান কাঁচামাল তা সত্ত্বেও চায়ের স্বাদ ও গন্ধের উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য এবং একে পানের উপযোগী করার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যথেষ্ট সময় ও সচেতনতা বজায় রাখতে হয়। চা শিল্পের জন্য অনুকূল অবস্থাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় [১] প্রাকৃতিক কারণ [২] অর্থনৈতিক কারণ।

[১] প্রাকৃতিক কারণ [Physical conditions] **[ক] উষ্ণতা ঃ** চায়ের জন্য ২১° সে. থেকে ২৫° সে. বার্ষিক গড় উষ্ণতা প্রয়োজন। **[খ] বৃষ্টিপাত ঃ** প্রচুর বৃষ্টিপাত ১৫০ থেকে ২৫০ সেমি। [গ] অত্যাধিক তুষার পাতে চা গাছের পাতা জন্মানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। **[ঘ] মৃত্তিকা ঃ** লোহা মিশ্রিত উর্বর দোঁয়াশ মাটি এবং হালকা জৈব পদার্থ ও অল্প পরিমাণ অম্ল থাকলে সেই মাটি চায়ের উপযুক্ত হয়। ভারতে দার্জিলিং ও ডুয়ার্স অঞ্চলে এই মাটি পাওয়া যায়। **[ঙ] ভূ-প্রকৃতি ঃ** চা চাষের জমিতে জলনিকাশে সু-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই জন্য পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু অংশে চা চাষ বেশি হয়। দার্জিলিং চা বাগিচাগুলি ৩০০ থেকে ১৮০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। শ্রীলঙ্কা ১২০০ মিটার উচ্চতায় চা বাগিচাগুলি অবস্থিত এবং কেনিয়াতে ২০০০ মিটার উচ্চতায় চা চাষ হয়। **[চ] সার প্রয়োগ ঃ** চা চাষের ফলে ভূমির উর্বরতা শক্তি কমে যায় বলে মাঝে মাঝে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করতে হয়।

[২] অ-প্রাকৃতিক কারণ [Non-Physical conditions] **[ছ] শ্রমিক ঃ** দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি তোলার জন্য দক্ষ নারী শ্রমিক-এর প্রয়োজন, দার্জিলিং, অসম, নীলগিরি অঞ্চলে নারী শ্রমিক পাওয়া যায়। **[জ]বাজার ও চাহিদা ঃ** শীতপ্রধান দেশে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ছাড়াও ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলিতে চায়ের চাহিদা রয়েছে। **[ঝ] মূলধন ঃ** চায়ের মূলধন লাগে কিন্তু একবার লাগলে বহুকাল পাওয়া যায়। **[ঞ] বাণিজ্য ঃ** ভারতের চা অত্যন্ত অর্থকরী। বিপুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতে কলকাতা বন্দর থেকে দার্জিলিং ও অসমের চা বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

☆ চায়ের শ্রেণিবিভাগ [Classification of Tea]

পৃথিবীতে চা গাছ দুই প্রকার [i] চিন জাতীয় চা [ii] অসম জাতীয় চা। অসম চা লিকারের জন্য প্রসিদ্ধ, দার্জিলিং চা স্বাদ ও গন্ধের জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

প্রস্তুত প্রণালীর তারতম্যে চা-কে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় **[i] কালো চা বা সেঁকা চা [Black tea] :** চা পাতাকে শুকিয়ে সেঁকে কালো চা তৈরি হয়।

গেঁজিয়ে বা সেঁকে রং কালো করা হয় বলে একে সেঁকা চা বলে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া এই চা পাওয়া যায়। **[ii] সবুজ চা ঃ** পাতা রৌদ্রে শুকনো করে চা ব্যবহার করার পদ্ধতি আছে। সবুজ থাকে বলে একে সবুজ চা [Green Tea] বলে। **[iii] ইস্টক চা [Brick tea] :** চা পাতার সঙ্গে ভাতের খন্ড মিশিয়ে ইটের মতো ছোটো ছোটো শক্ত চা মন্ডকে ইস্টক চা বলে। এটি খুব নিকৃষ্ট মানের। চিন, জর্জিয়া প্রভৃতি দেশে খুব জনপ্রিয়। **[iv] ডলং চা [Dolong Tea] :** তাইওয়ানে এই চা বাগিচাগুলি দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান ক্রেতা। **[v] ইয়ারবা মাতে [Yearba mata] বা পেরাগুয়ে চা ঃ** প্যারাগুয়ে ও ব্রাজিলে এই চায়ের চাষ হয়। আজকাল আর্জেন্টিনা, চিলি প্রভৃতি দেশেও এর জনপ্রিয়তা আছে।

● চা ● *(বাগিচা ফসল)*

চা **ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় ও বাগিচা ফসল**। চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চা প্রধানত মৌসুমী জলবায়ুর ফসল।

● ***চা গাছ ও চা পাতা :*** চা গাছ সাধারণভাবে ৫-১০ মিটার লম্বা হয়। পাতা তোলার সুবিধা ও বেশি পরিমাণে কচি পাতা তোলার জন্য চা গাছকে ১-২ মিটার উচ্চতায় ছেঁটে রাখা হয়। ছেঁটে দেওয়ার ফলে গাছে যেমন নতুন পাতা গজায়, তেমনই ছেঁটে দেওয়া পাতা পচে মাটিতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ায়। সাধারণত চা গাছের পাতা ৪.৩ সে. মি. লম্বা হয়। উৎকৃষ্ট চা তৈরির জন্য ২টি পূর্ণ পাতা ও ১টি কুঁড়ি একত্রে তোলা হয়। চা-এর পাতাকে নানারকম যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পানীয় চা-এ পরিণত করা হয়। এর জন্য চা-বাগান সংলগ্ন কারখানাগুলি গড়ে ওঠে। এক একটি চা গাছ প্রায় ৬০-৭০ বছর বাঁচে। গাছ লাগানোর প্রায় ৮-১০ বছর বাদে ফসল উৎপাদন শুরু হয় এবং বছরে প্রায় ৮ মাস ফসল তোলা হয়।

● ***শ্রেণীবিভাগ*** —□ ***চা গাছের প্রকৃতি অনুযায়ী :*** চা গাছ প্রধানত দু' ধরনের। **অসম জাতীয়** চা গাছ অপেক্ষাকৃত লম্বা ও চওড়া পাতাবিশিষ্ট। এই চা গাছ ৩০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত চাষ করা যায়। **চীন জাতীয়** চা গাছ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ছোট পাতাবিশিষ্ট। এই গাছ ১৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত চাষ করা যায়। বর্তমানে এই দু'টি প্রজাতির গাছ থেকে বহু নতুন প্রজাতির গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। □ ***চা পাতার প্রস্তুতি অনুযায়ী :*** **কালো চা**—চা-এর পাতা শুকিয়ে, সেঁকে ও গাঁজিয়ে কালো চা প্রস্তুত করা হয়। ভারতে এই ধরনের চা-এর উৎপাদন বেশি। **সবুজ চা বা সেঞ্চা**—চা-এর পাতা কেবলমাত্র সেঁকে সবুজ চা বা সেঞ্চা প্রস্তুত করা হয়। সিকিম ও তিব্বত সন্নিহিত হিমালয় অংশে কিছু পরিমাণে এই ধরনের চা তৈরি হয়। **ইস্টক চা**—নিকৃষ্ট মানের চা পাতা, গুঁড়ো চা, মশলা, মাখন প্রভৃতি মিশিয়ে চাপ দিয়ে ইটের আকারে চা প্রস্তুত করা হয়। হিমালয়ের বিভিন্ন গ্রামে এই ধরনের চা-এর প্রচলন আছে।

● ***চা চাষের অনুকূল অবস্থা :***

■ ***[ক] ভৌগোলিক অবস্থা :*** □ [১] ***জলবায়ু***—চা উপক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের উঁচুভূমির ফসল। [i] **উষ্ণতা**—চা চাষের জন্য গড়ে ২৭° সে. উষ্ণতা প্রয়োজন। তবে ১৬° সে. উষ্ণতায়ও চা-এর চাষ হয়। [ii] **বৃষ্টিপাত**—বছরে গড়ে ১৫০-২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত চা চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। প্রতি মাসে বৃষ্টিপাত হলে চা গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। [iii] **তুষারপাত**—চা গাছ একনাগাড়ে ১০ দিন তুষারপাত সহ্য করতে পারে। অধিক তুহিন বা তুষারপাত চা গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। □ [২] ***মাটি***—উর্বর লোহাযুক্ত দো-আঁশ মাটি চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তবে পার্বত্য অঞ্চলের যে-কোন মাটিতে চা গাছ জন্মাতে পারে। মাটিতে অধিক ফসফরাস ও পটাশ থাকার জন্য দার্জিলিং-এর চা বেশি সুগন্ধযুক্ত। □ [৩] *ভূমির প্রকৃতি*—জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত ঈষৎ ঢালু জমি চা চাষের পক্ষে আদর্শ।

চা-এর ব্যবহার : [i] মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে চা-এর পাতা ব্যবহার করা হয়, [ii] চা পাতা থেকে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়, [iii] চা গাছের বীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তা থেকে সাবান তৈরি করা হয়, [iv] চা পাতা থেকে যে ট্যানিন পাওয়া যায় তা চামড়া শোধনের জন্য ব্যবহার করা হয়, [v] কফি, কোকো প্রকৃতি পানীয় অপেক্ষা চা-এর দাম কম বলে এর ব্যবহার অনেক বেশি।

■ *[খ] অর্থনৈতিক অবস্থা :* □ [৪] *শ্রমিক*—চা গাছের পরিচর্যা, নিড়ানো, আগাছা পরিষ্কার, নিয়মিত গাছ ছাঁটাই প্রভৃতিতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। চা পাতা তোলার জন্য অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন বলে নারী ও শিশু শ্রমিকদের বেশি কাজে লাগান হয়। □ [৫] *মূলধন*—উন্নত মানের চা চাষ ও বাগানের মধ্যে চা বাছাই-এর জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। চা চাষে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় বলে রাসায়নিক সারের জন্যও প্রচুর ব্যয় করতে হয়।

● *চা উৎপাদক অঞ্চল :* চা চাষের উপযোগী সমস্ত ধরনের অনুকূল পরিবেশ ভারতের উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে ও দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই দু'টি অঞ্চলে প্রায় ৬০০টি চা উৎপাদনকারী সংস্থা আছে। বাগিচার সংখ্যা প্রায় ১৩,০০০। অসম, পার্বত্য পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ু রাজ্যে ভারতের মোট চা উৎপাদনের ৯৫% উৎপাদিত হয়। □ *অসম*—চা উৎপাদনে অসম **ভারতে প্রথম স্থান** অধিকার করে। ভারতের মোট চা উৎপাদনের প্রায় ৫৩% এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর ও পূর্ব অংশে ৪০০ মিটার উচ্চতাযুক্ত অঞ্চলে ৬০০-এর বেশি চা বাগিচা গড়ে উঠেছে। **উত্তর-পূর্বের সাদিয়া অঞ্চল থেকে পশ্চিমের গোয়ালপাড়া** পর্যন্ত অঞ্চলে **লখিমপুর, শিবসাগর, তেজপুর, বিশ্বনাথ** প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। কাছাড় জেলার **বরাক উপত্যকাও** চা চাষে বিখ্যাত। □ *পশ্চিমবঙ্গ*—চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট চা উৎপাদনের প্রায় ২৪% এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। **দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে** ৫০০-২০০০ মিটার উচ্চতায় প্রায় ১০০টি চা বাগিচা আছে। এখানকার চা স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবী-বিখ্যাত। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রায় ২০০টি চা বাগিচা আছে। **জলপাইগুড়ি, কোচবিহার** ও **ডুয়ার্সের** পশ্চিমে মেচি নদী ও পূর্বে রায়ডাক নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ চা বাগিচা গড়ে উঠতে দেখা যায়। **নাগরাকাটা, মাদারিহাট, কুমারগ্রাম, মাল, চালসা** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদন কেন্দ্র। **পুরুলিয়া** জেলার **অযোধ্যা পাহাড়ে চা বাগিচা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।** □ *দক্ষিণ ভারত*—**নীলগিরি** ও **কার্ডামম পাহাড়ের** ঢাল বরাবর **কর্নাটকের** কূর্গ ও মহীশূর জেলা; পশ্চিমঘাট এবং নীলগিরি ও কার্ডামম পাহাড়ের পশ্চিম

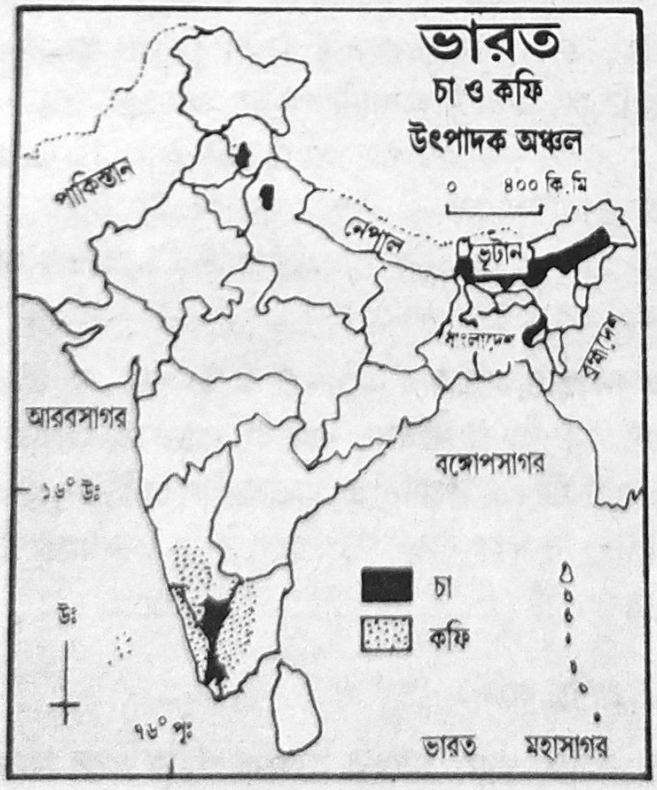

ঢালের **কেরলের** বিভিন্ন জেলাগুলি চা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অঞ্চলের চা গাঢ় রঙের জন্য বিখ্যাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দার্জিলিং-এর সুগন্ধি চা মিশিয়ে উন্নতমানের চা উৎপাদন করা হয়। দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ২১% চা এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। □ *অন্যান্য রাজ্য*—এছাড়া **হিমাচল প্রদেশের** কাংড়া, কুলু ও মাণ্ডি জেলা; **উত্তরাঞ্চলের** কুমায়ুন হিমালয়ের দেরাদুন ও তরাই অঞ্চল; **ঝাড়খণ্ডের** রাঁচি জেলা; **ত্রিপুরার** ধর্মপুর, আগরতলা, মহেশপুর, বড়মুড়া অঞ্চল; **মিজোরাম, মণিপুর** ও **নাগাল্যাণ্ডে** বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পরিমাণে চা চাষ করা হয়।

● **ভারতে চা উৎপাদনের অগ্রগতি** ● *(মিলিয়ন কেজি)*

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
চা	০.৩০	০.৩০	০.৪০	০.৬০	০.৭২	০.৭৮	০.৮১	০.৮৭	০.৭৫	০.৮১
সূত্র ঃ ECONOMIC SURVEY–2000-2001										

● ***চা উৎপাদন ঃ*** ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতে ০.৮১ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়েছিল। ভারতে চা-এর হেক্টর-প্রতি উৎপাদন ১৮৭৫ কে. জি. যা চীন বা শ্রীলঙ্কার তুলনায় বেশ কম।

● ***চা চাষের সমস্যা ঃ*** □ [১] ***হেক্টর প্রতি স্বল্প উৎপাদন ঃ*** ভারতে চা-এর **হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বেশ কম।** □ [২] ***অধিক গাছ ছাঁটাই-এর সময়সীমা ঃ*** চা গাছের **ছাঁটাই-এর সময়সীমা বেশ বেশি** (তিন সপ্তাহ)। ফলে গাছ অনুযায়ী **চা-পাতা উৎপাদন খুব বেশি হয় না।** □ [৩] ***প্রাচীন চা গাছ ঃ*** অধিকাংশ চা বাগানের **গাছগুলি বেশ প্রাচীন।** ফলে **উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না।** নতুন নতুন চারা রোপণ ও বাগিচার সম্প্রসারণ তেমন দেখা যায় না। □ [৪] ***প্রাকৃতিক বাধা ঃ*** পার্বত্য অঞ্চলে **ব্যাপক ভূমিক্ষয়, মাটির উর্বরতা হ্রাস** প্রভৃতি চা চাষে বাধা সৃষ্টি করে। □ [৫] ***অন্যান্য পানীয়ের জনপ্রিয়তা ঃ*** সারা পৃথিবীতে চা-এর বিকল্প হিসাবে **অন্যান্য পানীয় জনপ্রিয়** হওয়ায় চা-এর চাহিদা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রভাব চা চাষের ওপরেও পড়ছে। □ [৬] ***ইনস্ট্যান্ট চা ঃ*** বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে **'ইনস্ট্যান্ট চা'** বেশ আকর্ষণীয় হচ্ছে। ভারতে ইনস্ট্যান্ট চা উৎপাদনের দিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। □ [৭] ***রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস ঃ*** ভারতের **চা রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস** পাওয়ায় চা চাষেও এর প্রভাব পড়ছে।

● ***বাণিজ্য ঃ*** চা **রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।** মোট উৎপাদনের প্রায় ৪৮% চা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, কানাডা, জার্মানী প্রভৃতি দেশে কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। চা রপ্তানি ও আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য **ভারতীয় চা নিগম** (Tea Board of India) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। **ভারতে চা নিলামের দু'টি প্রধান কেন্দ্র হ'ল কলকাতা ও গুয়াহাটি।**